কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসাধীন ৮২ রোগীর ৪৬ জনই শিশু

তীব্র শীত ও ঠান্ডায় রোগী বেড়েছে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। চিকিৎসাধীন ৮২ রোগীর মধ্যে ৪৬ জনই শিশু। শনিবার সকালে এ চিত্র দেখা যায় স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শয্যা সংখ্যা রয়েছে ৫০ টি। রোগী ভর্তি রয়েছে ৮২ টি। যার বেশির ভাগ রোগীই শিশু। বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক, সেবিকা ও সংশ্লিষ্টরা।

শনিবার সকালে কমপ্লেক্সে স্বজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কমপ্লেক্সের মহিলা ওয়ার্ডে রোগী কিছুটা কম থাকলেও, পুরুষ ও শিশু ওয়ার্ড ছিল রোগিতে ভরা। বেড না পেয়ে ফ্লোরে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে। তারা বলছেন,বড না পেয়ে ফ্লোরে চিকিৎসা নেওয়ায় আরো সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্রত বেড বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে ভুক্তভোগিরা।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা শিশু আব্দুল্লার পিতা আলামিন বলেন,গেল দুই দিন যাবৎ আমার বাচ্চা নিয়ে ভর্তি আছি। মূলত ঠান্ডা জ্বর নিয়ে ভর্তি করেছিলাম বাচ্চাকে।

শিশু মুশফিকুরের মা রিক্তা বলেন,পাতলা খানা নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে ছিলাম। এখন আপাতত ভালো আছে বাচ্চাটি।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবিকা তোরানিয়া সুলতানা বলেন, প্রতিদিন বমি,পাতলা পায়খানা ও জ্বর নিয়ে বাচ্চা ভর্তি হচ্ছে। এবারের ঠান্ডায় আগের তুলনায় রোগি খুব বেশি। আমরা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে। এরপরও সেবা দিয়ে যাচ্ছি।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাফসান রহমান বলেন, শিশুরা মূলত ঠান্ডা জনিত কারণে, জ্বর,বমি,শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ধরনের বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া বড় রোগীরাও পেটে ব্যাথা,পাতলা পায়খানা ও জ্বর নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসছেন। এদের অনেকে ভর্তি হচ্ছেন। আবার কেউ চিকিৎসা নিয়ে

বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,আগে থেকেই এ কমপ্লেক্সে শিশু রোগীর সংখ্যা একটু বেশি। এরপর গেল কয়েকদিনের ঠান্ডা তীব্র ঠান্ডায় বড়,ছোট সবাই আক্রান্ত হচ্ছে, পেটে ব্যাথা,জ্বর ও বমিতে।

তিনি বলেন, এ সব রোগীদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে মোট ৮২ জন রোগী। এরমধ্যে শিশুই ৪৬ জন।আর বাকি ৩৬ জন বড় রোগী।

সাময়িক বরখাস্ত কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ

কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন রতন মিয়া। তিনি নভেম্বর মাসে বদলি হন। এ কারনে পদশুন্য হয়ে যায়। এরপর গেল ১৩ নভেম্বর আব্দুর রশিদ কোটচাঁদপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

আব্দুর রশিদ এর আগে কুষ্টিয়া কুমারখালি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই সময় ওই কর্মকর্তার নামে কুষ্টিয়ার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বিশেষ মামলা করেন দুর্নীতি দমন কমিশন। মামলা নাম্বার -৮/২০২১। দুদকের ওই মামলায় আব্দু রশিদকে কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে সরকারি চাকুরি আইনে-২০১৮ এর ৩৯(১) এর ধারা অনুযায়ী গেল ৬ ডিসেম্বর

সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে কোটচাঁদপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বে রয়েছেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম।
তিনি বলেন,আব্দুর রশিদ কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে থাকা কালিন সময় দুদকের মামলা হয়। ওই মামলায় তিনি সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। বর্তমানে আমি কোটচাঁদপুরে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছি ।

কোটচাঁদপুর ককটেল ও বোমা উদ্ধার মামলায় ৬ বিএনপির কর্মী গ্রেফতার

ককটেল ও বোমা উদ্ধার মামলায় ৬ বিএনপির নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছেন তাদেরকে। মামলায় সংশ্লিষ্টতা ছাড়া নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হবে না বললেন,মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল বুধবার (০৭-১২-২২) তারিখ রাতে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেন স্থানীয় থানা পুলিশ।

ওই ঘটনায় কামরুল হাসান (কাকন) বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেন। যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২। ওই মামলায় পুলিশ শনিবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় থানা পুলিশ ৬ বিএনপি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেন।

এরমধ্যে রয়েছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার দুধসরা গ্রামের জয়নাল হোসেনের ছেলে কাউন্সিলর আবু হানিফ, ভবানিপুরের সাফদার হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান,উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিম

বিশ্বাসের ছেলে মনিরুজ্জামান,বহিরগাছি গ্রামের মৃত মুনসুর মন্ডলের ছেলে তোয়াছ উদ্দিন,ইকড়ার শমসের মন্ডলের ছেলে ইব্রাহিম মন্ডল,বলাবড়িয়া গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী খান, বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান বলেন,ওই মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলায় এজাহার ভুক্ত কোন আসামি নাই। সবাই অজ্ঞাত। মামলার আসামি গ্রেফতার অভিযান চলমান রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মামলার সংশ্লিষ্টতা ছাড়া কোন নিরীহ মানুষকে এ মামলায় হয়রানি করা হবে না।

কোটচাঁদপুরের মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকের পথ চলা শুরু

নতুন ব্যবস্থাপনায় পথচলা শুরু করলেন কোটচাঁদপুর মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। মানুষকে সেবা দেওয়ায় হবে,আমাদের লক্ষ্য বললেন হাসপাতালের ব্যবস্থাপক শম্ভু নন্দি।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর বলুহর বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি বেশ কয়েকবার চালু করা হয়। এরপর কিছু দিন চলার পর আবারও বন্ধ হয়ে যায়।

শুক্রবার দুপুরে নতুন ব্যবস্থাপনায় আবারও হাসপাতালটি আবারও শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল কাউন্সিলর আব্দুল মাজেদ,উপজেলা কৃষক লীগের সাবেক আহবায়ক শাহাজাহান আলী, যুগ্ম সম্পাদক রফি উদ্দিন মল্লিক।

এ সময় হাসপাতালের নতুন ব্যবস্থাপক শম্ভু নন্দি বলেন,দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ছিল। এখন আবার চালু করা হল। আর চলতে হলে

আপনাদের সবার সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য। আপনারা সহযোগিতা করলে প্রতিষ্ঠানটি দাড়াতে পারলে।

তিনি বলেন,মানুষকে সেবা দেওয়ার মানুষিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হল। আপনাদের সেবায় আমার মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা যুবলীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক নারায়ণ ভট্রাচার্য।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা থেকে অব্যহতি চান ভুক্তভোগী পিতা-পুত্র

পিতা-পুত্রের নামে আদালতে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে জামাল হোসেনের বিরুদ্ধে। সে কোটচাঁদপুর উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিকট ভুক্তভোগী পরিবারটি এ মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যহতি ও সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

রাঙ্গীয়ারপোতা গ্রামের হাবিবুর রহমান বলেন, জমিটা আলমগীরের কোন কাজে লাগতো না। এ কারনে এতদিন পড়েছিল। ওই সুযোগে তারা জমির মাঝ দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ব্যবহার করছিল। এখন তাঁর কাজে লাগছে। এ কারনে জমিটি ঘিরে দিয়েছেন আলমগীর। আর ওই জমিটির উপর দিয়ে কোন সরকারি রাস্তা কোনদিনও ছিল না। আমার জানা মতে তাদের সঙ্গে রাস্তা দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিও ছিল না। জামাল হোসেন, আলমগীর ও তার ছেলের নামে মিথ্যা মামলা করে শুধুই হয়রানি করছেন।
ওই গ্রামের আব্দুল হালিম বলেন,জামাল হোসেন, আলমগীরদের কিছুই হয় না। জামাল কুমিল্লার মানুষ। সে এখানে এসে বাড়ি বেধে বসবাস করছেন। আর আলমগীর হোসেন এখনকার বসতি মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করছেন। এ ছাড়া জামাল হোসেন তাদের কোন শরিকও না।

তিনি বলেন, জামাল হোসেন, যে রাস্তার জন্য আদালতে মামলা করেছেন। তিনি নিজেই প্রাচীর নির্মান করে ওই রাস্তা আগেই বন্ধ করেছেন। এখন

সে অন্যের জমির উপর দিয়ে রাস্তা বানাতে আদালতে মিথ্যা মামলা করে তাদের শুধুমাত্র হয়রানিই করছেন।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আলমগীর হোসেন বলেন, জামাল হোসেন, বিল্লাল হোসেন ও মিজানুর রহমান একই পরিবারের তিন ভাই। তারা উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। ওই তিন ভাই আমার কেনা জমির মাঝ দিয়ে চলাচলের রাস্তা দাবি করে আসছিল।

আমি ওই জমির পাশ দিয়ে, তাদের চলাচলের রাস্তা দিতে রাজি হই। এরপরও তারা কোন কথা না শুনে গায়ের জোরে ওই জমির মাঝ দিয়ে চলাচল করতে থাকে।

আমি কোন উপায় না পেয়ে রাস্তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আদালতে আমার ও আমার ছেলের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন। যাতে করে সামাজিক ভাবে আমাদের সম্মানের হানি ঘটেছে।

জামাল হোসেন মামলায় বলেছেন, আর এস ৮৫ নং খতিয়ানের আর এস ১৩০৭ নং দাগের রাস্তার সমপরিমাণ জমি বিনিময় করিয়া ব্যবহার করছেন। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। তাদের সঙ্গে এমন কোন চুক্তি আমার সঙ্গে আদৌও ছিল না। যা আমি আদালতের নৌটিশের জবাবে আগেই বলেছি। এ ছাড়া তিনি আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা কোনটাই সত্য নয়।

এ সব তারা আমাকে হয়রানি করার জন্য করেছেন। বিষয়টির আমি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের আশুহস্তক্ষেপ কামনা করছি।

অভিযুক্ত জামাল হোসেন বলেন,ওই রাস্তা সমপরিমাণ জমি আমরা তাকে দিয়ে চলাচল করতাম আগে থেকে। এখন আলমগীর হোসেন আর দিতে চাচ্ছেন না। অনেকবার রাস্তা নিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। ওনি রাজি না হওয়ায় আমরা বাধ্য হয়ে আদালতের শরাপন্ন হয়েছি।

এ ব্যাপারে এলাঙ্গী ইউনিয়ন ভুমি অফিসের তহসিলদার শরিফুল ইসলাম বলেন,ওই সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট দিয়ে ছিলাম। বেশ কিছু দিন হয়ে গেছে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না,কি দিয়ে ছিলাম।

কোটচাঁদপুর মনিরুলের কাঠের তৈরী শিল্পকর্ম

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই মনের ভিতরের ছবি গুলো কাঠের মাধ্যমে গড়ে চলেছেন কাজী মনিরুল ইসলাম। তিনি আপন মনে এ শিল্পকর্মটি করছেন কোটচাঁদপুরের খন্দকারপাড়ার নিজ বাড়িতেই।গড়েছেন মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন শিল্পকর্ম। এর মধ্যে কয়েকটি শেষ হলেও চলমান রয়েছে বেশ কয়েকটি। মুক্তিযোদ্ধার উপর গড়া কাঠের শিল্পকর্মটি সুযোগ হলে মুক্তিযোদ্ধা যাদু ঘরে দেবার ইচ্ছা আছে জানিয়েছেন ওইশিল্পী।

জানা যায়, গরুর ফার্ম,তেলের ব্যবসা সহ বেশ কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন কাজী মনিরুল ইসলাম। করোনা মহামারিতে ব্যবসা ভাল হচ্ছিল না। প্রায় লোকসান হচ্ছিল। এ কারনে অবসরে যাবার পরের কাজটি শুরু করেছেন তিনি। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও, মনের ভিতরের ছবিগুলো কাঠের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেছেন তিনি। আর এ কাজটি করছেন নিজ বাড়িতেই কাঠ দিয়ে গড়া ছোট একটি ঘরে।

ইতোমধ্যে তিনি কয়েকটি শিল্পকর্ম শেষ করেছেন। যা মানুষের মনে অনেকটা জায়গা করে নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে,মাঠ থেকে খেজুরের রস সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন গাছি,ঈগল পাখি,বগ পাখি। চলমান রয়েছে আরো বেশ কয়েকটি শিল্প কর্ম। যার মধ্যে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একটি বড় শিল্পকর্ম।

তিনি বলেন, সব কিছু একটা ছক ছিল আমার। জীবনের একটা সময় আমি অবসরে যাব। ওই সময় এ কাজগুলো করব। তবে করোনার কারনে একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। অবসরের আগেই জীবনে অবসর চলে এসেছে।

তিনি বলেন,আমি শারিরীক ভাবে একটু অসুস্থ্য। এ কারনে করোনার ভিতর বাইরে যায় না। এ ছাড়া শিল্প কর্ম আমার ভিতরে ছোট বেলা থেকে ছিল। সেটাই করার চেষ্টা করছি। কাজ করে যাচ্ছি,যদি ভাল কিছু করতে পারি। তাহলে তো একটা ভাল কিছু আশা করতেই পারি।

এ শিল্প কর্মগুলোর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার উপর গড়া শিল্পকর্মটি সুযোগ হলে ঢাকা মুক্তিযোদ্ধা যাদু ঘরে দেবার ইচ্ছা রয়েছে আমার।

ঝিনু জানান,অনেক আগে থেকে ফলের বাগানের প্রতি আমার আগ্রহ বেশি। এ কারনে আম আর লিচুর বাগান আছে ৩০ বিঘা। যা থেকে চলে আমার জীবিকা।

শিল্পকর্ম নিয়ে তিনি বলেন,এ কাজগুলো করতে কিছু কাঠ বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আর কিছু কাঠ আমার বাগান থেকে কাটা হয়েছে। একটা শিল্প কর্ম শেষ করতে প্রায় ৫/৭ হাজার টাকার ব্যয় হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ‘দিগন্তবাণী’ পত্রিকার পাঠক সমাবেশে অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ জেলা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দিগন্তবাণী পত্রিকার এক যুগ পূর্তি ও ১৩তম বর্ষে পর্দাপন উপলক্ষে আজ (শনিবার) এক পাঠক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

কোটচাঁদপুর পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে দিগন্তবাণী সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাঃ শাহ জামান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন পবিত্র আল মদিনা মোনাওয়ারার মাসজিদ আল মাইমানির ইমাম (খাদেমুল হুজ্জাজ) আলহাজ্ব মোঃ রবিউল ইসলাম,কোটচাঁদপুর পৌর সভার প্যানেল মেয়র মোঃ জাহিদ হোসেন,জাতীয় পার্টির উপজেলা সভাপতি আব্দুল মাজেদ, সাহিত্যিক ও লেখক মোঃ আশরাফ উদ্দিন, মোঃ আব্দুস সালাম, (খাদ্য নিয়ন্ত্রক অব:) উপজেলা যুবলীগ আহ্বায়ক মীর মনিরুল আলম মনি এবং অথিতি পাঠকদের মধ্যে সহ-অধ্যাপক মোঃ আলতাফ উদ্দিন(জিটি কলেজ), যুবলীগ নেতা শেখ মঈনুদ্দিন, বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ আব্দুল হালিম। এ সময় সাংবাদিক মোঃ রায়হান উদ্দিন,মোঃ বাবলু মিয়া, দিগন্তবাণীর পাঠক মনোজ মালাকার, এইচ এম ইলিয়াস,নাবিল আব্দাল্লাহ আহমাদ, নাসিফ আব্দাল্লাহ মুহাম্মাদ, মোঃ বাববর আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক মোঃ মঈন উদ্দিন খান।

পাঠক সমাবেশে দিগন্তবাণী সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাঃ শাহ জামান ও প্রধান অতিথি আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ খান বক্তব্য রাখছেন।

কোটচাঁদপুরে এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত

সময়মতো নিলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের হবে উন্নতি এ শ্লোগানে কোটচাঁদপুরে সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা করা হয়।

এ্যাডভোকেসি সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোস্তাফিজ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, সাবদারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, কোটচাঁদপুর পৌর সভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহক আলী। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম ও সুব্রত কুমার। এর আগে কোরাআন তেলোয়াত করেন,খায়রুল বাশার,গীতা পাঠ করেন,গীতা চৌধুরী।

কোটচাঁদপুরে কিশোরদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন

অনুষ্ঠিত

কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন ও প্রশক্ষনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে এ সব দেয়া হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প(ইরেসপো) ২য় পর্যায় এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন।

প্রশিক্ষনে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাস উদ্দিন । প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ,কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন, কোটচাঁদপুর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকতা ও কোর্স পরিচালক সেলিম রেজা।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ইউনুচ আলী। এরপর ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্যানেটারী প্যাড,খাতা,কলম ও প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেয়া হয়।

জানা যায়, এ প্রকল্পের আওতায় কোটচাঁদপুরে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থান পেয়েছেন। যার মধ্যে ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোর্স পরিচালক বলেন,এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদেরকে বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়।

এ ছাড়া ছাত্রীদেরকে এর মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।

কোটচাঁদপুর থেকে ৩টি ককটেল ও ৫টা পেট্রোল বোমা উদ্ধার, আটক ২

পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। ওই ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে আটক করেছেন। বৃহস্পতিবার তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বুধবার রাতে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেছেন।
ওই ঘটনায় কামরুল হাসান (কাকন) বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন। যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২।

ওই মামলায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের একজন কোটচাঁদপুর উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন ও কোটচাঁদপুর পৌরসভার ভবানিপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে ওয়াসিম হোসেন।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়,ওয়াসিম হোসেন কোটচাঁদপুর পৌর শহরের মোবাইল ব্যবসায়ি,সে কোন দল করেন না। অন্যদিকে মোয়াজ্জেম হোসেন সাবদারপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি। সে পেশায় একজন কৃষক। ঘটনার দিন মোয়াজ্জেম হোসেন বাড়ির সামনে বসে ছিল। এ সময় পুলিশ তাকে আটক করেন। অন্যদিকে ওয়াসিমকে আটক করেন তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে থেকে।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাসানুর রহমান বলেন, কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৩ টি ককটেল ও ৫ টা পেট্রোল বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় ২ জনকে আটক করা হয়েছে। ওই ঘটনায় কামরুল হাসান বাদি হয়ে থানায় মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাদেরকে আদালতে পাঠিয়েছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।